BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SONDHI

كِتَابُ الصُّلْحِ

সন্ধি

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الصُّلْحِ

অধ্যায় ঃ সন্ধি

١٦٧٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ الاية وَخُرُوْجِ الْاِمَامِ اِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِاَصْحَابِهِ

১৬৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে যে খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে....... শেষ পর্যন্ত। (৪ ঃ ১১৪) মানুষের মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে সঙ্গীদের নিয়ে ইমামের স্থানে যাওয়া

٢٥١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ

banglainternet.com

حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ حَتَّى اَكْثَرُوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَرَاءَهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ بِيَدِهِ فَاَمَرَهُ يُصَلِّىْ كَمَا هُوَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِكُمْ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلاَّ الْتَفَتَ ، يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ

২৫১১ সাঈদ ইবন আবূ মারয়াম (র)......... সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইবন আউফ গোত্রের কিছু লোকের মধ্যে সামান্য বিবাদ ছিল। তাই নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের একটি জামাআত নিয়ে তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে গেলেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গেল। কিন্তু নবী ﷺ মসজিদে নববীতে এসে পৌছেন নি। বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন, কিন্তু নবী ﷺ তখনও এসে পৌছেন নি। পরে বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন, নবী ﷺ কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামত করবেন?' তিনি বললেন, 'হাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর।' তারপর বিলাল (রা) সালাতের ইকামত বললেন, আর আবু বকর (রা) এগিয়ে গেলেন। পরে নবী ﷺ এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল এবং তা অধিক মাত্রায় দিতে লাগল। আবু বকর (রা) সালাত অবস্থায় কোন দিকে তাকাতেন না, কিন্তু (হাততালির কারণে) তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, নবী ﷺ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন। নবী ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় আগের ন্যায় সালাত আদায় করে যেতে নির্দেশ দিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পেছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। তখন নবী ﷺ আগে বেড়ে লোকদের ইমামত করলেন এবং সালাত সমাপ্ত করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোক সকল! সালাত অবস্থায় তোমাদের কিছু ঘটলে তোমার হাততালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেওয়া মহিলাদের কাজ। সালাত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ্ বলে ; কেননা, এটা শুনলে কেউ তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারতো না। হে আবু বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন সালাত আদায় করাতে তোমার কিসের বাধা ছিল?' তিনি বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের জন্য শোভা পায় না নবী ﷺ -এর সামনে ইমামত করা।

banglainternet.com

٢٥١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي ، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مِمَّا انْتَخَبْتُ مِنْ مُسَدَّدٍ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَيُحَدِّثَ

২৫১২ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনি যদি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে একটু যেতেন (তবে ভালো হতো)। নবী ﷺ তার কাছে যাওয়ার জন্য গাধায় আরোহণ করলেন এবং মুসলিমগণ তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললো। আর সে পথ ছিল কংকরময়। নবী ﷺ তার কাছে এসে পৌঁছলে সে বলল, 'সরো আমার সম্মুখ থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বললোঃ আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গাধা সুগন্ধে তোমার চাইতে উত্তম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই-এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেগে উঠল এবং উভয়ে একে অপরকে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং উভয় দলের সাথে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হল। আমাদের জানান হয়েছে যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলোঃ মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯ ঃ ৯) আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, 'মুসাদ্দাদ (র) বসার এবং হাদীস বর্ণনার পূর্বে আমি তার থেকে এ হাদীস হাসিল করেছি।'

١٦٧٤. بَابٌ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

১৬৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়

٢٥١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْ… ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

banglainternet.com

২৫১৩ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র)........ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।

١٦٧٥. بَابُ قَوْلِ الْاِمَامِ لِاَصْحَابِهِ اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ

১৬৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ "চলো আমরা মীমাংসা করে দেই" সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি

٢٥١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوْا حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

২৫১৪ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)........ সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুবা-এর অধিবাসীরা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুড়ি শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'চল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।'

١٦٧٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

১৬৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণীঃ তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়। (৪ঃ১২৮)

٢٥١٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرٰى مِنِ امْرَاَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَرًا اَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُوْلُ اَمْسِكْنِىْ وَاقْسِمْ لِىْ مَا شِئْتَ ، قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ اِذَا تَرَاضَيَا

২৫১৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا 'কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে' (৪ঃ১২৮) এই আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতের লক্ষ্য হল, 'সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর মধ্যে বার্ধক্য বা

banglainternet.com

অন্য ধরনের অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেয়ে তাকে ত্যাগ করতে মনস্থ করে আর স্ত্রী এ বলে অনুরোধ করে যে, তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখ এবং যতটুকু ইচ্ছা আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর।' 'আয়িশা (রা) বলেন, 'উভয়ে সম্মত হলে এতে দোষ নেই।'

١٦٧٧. بَابٌ إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُوْدٌ

১৬৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য

٢٥١٦ حَدَّثَنَا أٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوْا لِيْ عَلٰى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا إِنَّمَا عَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

২৫১৬ আদম (র)........ আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন যে, এক বেদুঈন এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবেক আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।' তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ্ মুতাবেক ফয়সালা করুন।' পরে বেদুঈন বলল,'আমার ছেলে এ লোকের বাড়ীতে মজুর ছিল। তারপর তার স্ত্রীর সাথে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বললো, 'তোমার ছেলের উপর রাজম (পাথর মেরে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।' তখন আমি আমার ছেলেকে একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে।' সব শুনে নবী ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ্ মুতাবেকই ফয়সালা করব। বাঁদী এবং বকরী পাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে। আর তিনি উনাইসকে বললেন, 'হে উনাইস, তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে (এবং সে স্ত্রী যদি স্বীকার করে) তাকে রাজম করবে।' উনাইস তার কাছে গেলেন এবং তাকে রাজম করলেন।

banglainternet.com

٢٥١٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَبِيْ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

২৫১৭ ইয়াকুব ইব্ন মুহাম্মাদ (র)........ 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীয়াতে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর মাখরামী (র) ও আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আবূ 'আউন, সা'দ ইব্ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٨. بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ هٰذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَاِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ اِلٰى قَبِيْلَتِهِ اَوْ نَسَبِهِ

১৬৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক লিখাতে হবে। গোত্র বা বংশের দিকে সম্বোধন না করলেও ক্ষতি নেই

٢٥١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِيْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

২৫১৮ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র).... বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সাথে) সন্ধি করার সময় আলী (রা) উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তিপত্র লিখলেন। তিনি লিখলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লেখা চলবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও।' আলী (রা) বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে

banglainternet.com

সন্ধি করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুব্বান (جُلُبَّانَ السِّلاَحِ) ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞাসা করল, جُلُبَّانَ السِّلاَحِ মানে কি? তিনি বললেন, 'জুলুব্বান' অর্থ ভিতরে তরবারীসহ খাপ।'

٢٥١٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ
الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ
مَكَّةَ اَنْ يَدَعُهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا
كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا
لاَ نُقِرُّبِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ لٰكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللّٰهِ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ اُمْحُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ
هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ اِلاَّ فِى الْقِرَابِ
وَاَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتْبَعَهُ وَاَنْ لاَ يَمْنَعَ اَحَدًا مِنْ
اَصْحَابِهِ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ
لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمْ اِبْنَةُ
حَمْزَةَ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُوْنَكِ اِبْنَةَ
عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِىٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِىٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا
وَهِىَ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَخَالَتُهَا تَحْتِىْ وَقَالَ زَيْدٌ اِبْنَةُ
اَخِىْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ وَقَالَ
لِعَلِىٍّ اَنْتَ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ وَقَالَ لِزَيْدٍ
اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلاَنَا

২৫১৯ উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলকাদ মাসে নবী ﷺ উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাকে মক্কা প্রবেশের জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে এই শর্তে তাদের সাথে মীমাংসা করলেন যে, তিন দিন সেখানে অবস্থান করবেন। সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে মুসলিমরা লিখলেন, এ সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ।' তারা (মুশরিকরা) বলল, 'আমরা তাঁর রিসালাত স্বীকার করি না। আমরা যদি একথাই মনে করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল

banglainternet.com

তাহলে আপনাকে বাধা দিতাম না। তবে আপনি হলেন, আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।' তারপর তিনি আলীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে দাও। তিনি বললেন, 'না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে (রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি) কখনো মুছব না।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং লিখলেন, 'এ সন্ধিপত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সম্পন্ন করেন–খাপবদ্ধ অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কাবাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি বের করে দিবেন না। আর তাঁর সঙ্গীদের কেউ মক্কায় থাকতে চাইলে তাঁকে বাধা দিবেন না।' (সন্ধির শর্ত মুতাবেক) তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে আলীকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান থেকে বের হতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।' নবী ﷺ রওয়ানা হলেন। তখন হামযার মেয়ে হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে চলল। আলী (রা) তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতিমাকে বললেন, 'এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে। আমি ওকে তুলে এনেছি।' আলী, যায়দ ও জা'ফর তাকে নেওয়ার ব্যাপারে বির্তকে প্রবৃত্ত হলেন। আলী (রা) বললেন, 'আমি তার বেশী হকদার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী।' যায়দ (রা) বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।' এরপর নবী ﷺ খালার অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, 'খালা মায়ের স্থলবর্তিনী।' আর আলীকে বললেন, 'আমি তোমার এবং তুমি আমার।' জাফরকে বললেন, 'তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ। আর যায়দকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম।'

١٦٧٩. بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِ عَنْ أَبِىْ سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَكُوْنُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيْهِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَاَسْمَاءَ وَالْمِسْوَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلٰى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ ، وَعَلٰى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُوْ جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِىْ قُيُوْدِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ إِلَّا بِجُلُبِ السِّلَاحِ

banglainternet.com

১৬৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে সন্ধি। এ বিষয়ে আবূ সুফইয়ান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তোমাদের ও পীতবর্ণীদের (রোমকদের) সাথে সন্ধি হবে। এ বিষয়ে সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ, আসমা ও মিসওয়ার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মূসা ইব্‌ন মাসঊদ (র)....... বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেছিলেন। তা হলো- মুশরিকরা কেউ (মুসলিম হয়ে) তাঁর কাছে এলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমদের কেউ (মুরতাদ হয়ে) তাদের কাছে গেলে তারা তাকে ফিরিয়ে দিবে না। আর তিনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। কোষবদ্ধ অস্ত্র, তরবারী ও ধনুক ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। ইত্যবসরে আবূ জান্দাল (রা) শৃংখলিত অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর কাছে এল। তাকে তিনি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, মুআম্মাল (র) সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আবূ জান্দালের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি "কেবল কোষবদ্ধ তরবারী সহ" এটুকু উল্লেখ করেছেন

٢٥٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلٰى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ اِلاَّ سُيُوْفًا وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ. فَلَمَّا اَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا اَمَرُوْا اَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ

২৫২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা করতে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হুদায়বিয়াতে তাঁর হাদী কুরবানী করলেন, আর মাথা মুড়ালেন এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন এই শর্তে যে, আগামী বছর তিনি উমরা করবেন আর (কোষবদ্ধ) তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে তাদের কাছে আসবেন না। আর তারা যতদিন পছন্দ করবে তিনি ততদিন সেখানে থাকবেন। পরের বছর তিনি উমরা করলেন এবং যেমন সন্ধি করেছিলেন তেমনিভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। তারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন।

٢٥٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ

banglainternet.com

২৫২১ মুসাদ্দাদ (রা)........ সাহল ইব্ন আবু হাসমা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার সন্ধিবদ্ধ থাকাকালে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল ও মুহাইয়াসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ (রা) খায়বার গিয়েছিলেন।

١٦٨٠. بَابُ الصُّلْحِ فِى الدِّيَةِ

১৬৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি

٢٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِىَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، قَالَ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْاَرْشَ

২৫২২ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুবাইয়্যি বিনতে নাযর (রা) এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ দাবী করল আর অপর পক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নবী ﷺ -এর কাছে এল। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। আনাস ইব্ন নাযর (রা) তখন বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রুবাইয়্যি-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' তিনি বললেন, 'হে আনাস, আল্লাহ্র বিধান হল কিসাস।' তারপর বাদীপক্ষ রাযী হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও রয়েছেন যে, আল্লাহ্র নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফাযারী (র) হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা সম্মত হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল।

١٦٨١. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

banglainternet.com

১৬৮১. পরিচ্ছেদ ঃ হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ -এর উক্তিঃ আমার এ সন্তানটি নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত আল্লাহ্ এর মাধ্যমে দু'টি বড় দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করাবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ তোমরা তাদের উভয় দলের মাঝে মীমাংসা করে দাও। (৪৯ ঃ ৯)

٢٥٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ
سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ اسْتَقْبَلَ وَاللّٰهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ
اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِنِّي لَاَرَى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّى حَتّٰى
تَقْتُلَ اَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللّٰهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ اَىْ عَمْرُوْ اِنْ
قَتَلَ هٰؤُلاَءِ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ هٰؤُلاَءِ مَنْ لِىْ بِاُمُوْرِ النَّاسِ مَنْ لِىْ بِنِسَائِهِمْ
مَنْ لِىْ بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ
الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ فَقَالَ اذْهَبَا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ
فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُوْلاَ لَهُ وَاطْلُبَا اِلَيْهِ فَاَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالاَ لَهُ
فَطَلَبَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِنَّا بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ اَصَبْنَا
مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِىْ دِمَائِهَا قَالاَ فَاِنَّهُ يَعْرِضُ
عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ اِلَيْكَ وَيَسْاَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِىْ بِهٰذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهٖ
فَمَا سَاَلَهُمَا شَيْئًا اِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهٖ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ
اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِلٰى
جَنْبِهٖ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ اُخْرٰى وَيَقُوْلُ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ
وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ
اللّٰهِ قَالَ لِىْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّمَا صَحَّ عِنْدَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ اَبِىْ
بَكْرَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

২৫২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........ হাসান (বসরী) (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হাসান ইব্ন আলী (রা) পর্বত সদৃশ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর মুখোমুখি হলেন। 'আমর ইবন আস (রা) বললেন, আমি এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়া (রা) তখন বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আর (মু'আবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আস) (রা) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়া (রা) ছিলেন উত্তম

banglainternet.com

ব্যক্তি। 'হে 'আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে?' তারপর তিনি কুরায়শের বানূ আবদে শাম্‌স্ শাখার দু'জন আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-কে হাসান (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, 'তোমারা উভয়ে এ লোকটির কাছে যাও এবং তাঁর কাছে (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর।' তারা তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) তাদের বললেন, 'আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে।' তারা উভয়ে বললেন, (মুআবিয়া (রা)) আপনার কাছে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, 'এ দায়িত্ব কে নিবে?' তারা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি।' এরপর তিনি তাদের কাছে যে সব প্রশ্ন করলেন, তারা (তার জওয়াবে) বললেন, 'আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি।' তারপর তিনি তাঁর সাথে সন্ধি করলেন। হাসান (বসরী) (র) বলেন, আমি আবূ বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি মিম্বরের উপর দেখেছি, হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানের দু'টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।' আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, এ হাদীসের মাধ্যমেই আবূ বাকরা (রা) থেকে হাসানের শ্রুতি আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

١٦٨٢. بَابٌ هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

১৬৮২. পরিচ্ছেদ ঃ আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?

٢٥٢٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصْوَاتُهُمَا ، وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِىْ شَىْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَأَلِّى عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ - فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَهُ اَىُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ

২৫২৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র) ... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দরজায় বিবাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু'জন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। একজন আরেকজনের কাছে ঋণের কিছু মাফ করে দেওয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর (কিছু সময় দেওয়ার) অনুরোধ

banglainternet.com

করছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, 'না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা করব না।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছে, সে লোকটি কোথায়? সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি। সে যা চাইবে তার জন্য তা-ই হবে।'

٢٥٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২৫২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)........ কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আল-আসলামীর কাছে তার কিছু মাল পাওনা ছিল। রাবী বলেন, একবার সাক্ষাত পেয়ে তিনি তাকে ধরলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ চড়ে গেল। নবী ﷺ তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি যেন হাতের ইশারায় বলছিলেন, অর্ধেক (নাও)। তারপর তিনি তার পাওনার অর্ধেক নিলেন আর অর্ধেক ছেড়ে (মাফ করে) দিলেন।

١٦٨٣. بَابُ فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

১৬৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার ফযীলত

٢٥٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

২৫২৬ ইসহাক (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি হাতের জোড়ার জন্য তার উপর সাদ্‌কা রয়েছে। সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিদিন (অর্থাৎ প্রত্যহ) মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সাদ্‌কা।'

١٦٨٤ . بَابٌ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

১৬৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে

٢٥٢٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا

banglainternet.com

إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ
الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ
اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ أَشَارَ
عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ
وَاللّٰهِ مَا أَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَالِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ
حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْآيَةَ

২৫২৭ আবুল ইয়ামান (র)......... যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক আনসারীর সাথে বিবাদ করেছিলেন, যিনি বদরে শরীক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে পাথরী যমীনের একটি নালা সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তারা উভয়ে সে নালা থেকে পানি সেচ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইরকে বললেন, 'হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি সেচবে। তারপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দিবে।' আনসারী তখন রেগে গেল এবং বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আপনার ফুফুর ছেলে বলে (এ বিচার)?' এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার রঙ বদলে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'তুমি সেচ কর, তারপর পানি আটকে রাখ, বেষ্টনীর বরাবর পৌঁছা পর্যন্ত।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইর (রা)-কে তার পূর্ণ হক দিলেন। এর আগে যুবাইর (রা)-কে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যা আনসারীর জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাগান্বিত করলে সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে যুবাইর (রা)-কে তিনি তার পূর্ণ হক দান করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমার নিশ্চিত ধারণা যে (আল্লাহ্র বাণী) ঃ কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ ঃ ৬৫) আয়াতটি সে ব্যাপারেই নাযিল হয়েছিল।'

١٦٨٥. بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيْرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِيْ ذَالِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيْكَانِ فَيَأْخُذَ هٰذَا دَيْنًا وَهٰذَا عَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

banglainternet.com

১৬৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন বাকী

আর একজন নগদ নিবে, তাতে কোন দোষ নেই। আর কারো মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে সে তার সাথীর নিকট দাবী করতে পারবে না

٢٥٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا فَقَالاَ لَقَدْ عَلِمْنَا إِذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَالِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلاَ ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ

২৫২৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (রা)....... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যু হল, আর তার কিছু ঋণ ছিল। আমি তাঁর ঋণের বিনিময়ে পাওনাদারদের খেজুর নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। তাতে ঋণ পরিশোধ হবে না বলে তারা তা নিতে অস্বীকার করল। আমি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ বিষয়ে তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, খেজুর পেড়ে মাচায় রেখে রাসূলুল্লাহ্‌কে খবর দিও। (যথা সময়ে) তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আবূ বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। তিনি খেজুর স্তুপের পার্শ্বে বসলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। পরে বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক এবং তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। তারপর আমার পিতার পাওনাদারদের কেউ এমন ছিল না যার ঋণ পরিশোধ করিনি। এরপরও (আমার কাছে) তের ওয়াসক[১] খেজুর উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সাত ওয়াসক (عَجْوَةٌ) মিশ্র খেজুর আর ছয় ওয়াসক (لَوْنٌ) নিম্নমানের খেজুর কিংবা ছয় ওয়াসক মিশ্র ও সাত ওয়াসক নিম্নমানের খেজুর। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে তা বললাম। তিনি হাসলেন এবং

---

১. এক ওয়াসক প্রায় ছয় মন।

banglainternet.com

বললেন, আবু বকর ও উমরের কাছে গিয়ে তা বল।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আগেই জানতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করার তা করেছেন, তখন অবশ্য এরূপই হবে।' হিশাম (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে (বর্ণনায়) আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আবূ বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাসার কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি বর্ণনা করেছেন, (জাবির (রা) বলেছেন) আমার পিতা তাঁর যিম্মায় ত্রিশ ওয়াসক ঋণ রেখে মারা গিয়েছেন। ইবন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে যোহরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٦٨٦. بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

১৬৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা

٢٥٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى بْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ

২৫২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).......... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যমানায় একবার তিনি ইবন আবূ হাদরাদের কাছে মসজিদে পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। এতে উভয়ের আওয়াজ চড়ে গেল। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে থেকেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুজরার পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন আর কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রা) বললেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাবী বলেন, তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক মওকুফ করে দাও। কা'ব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইবনে আবূ হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।'

banglainternet.com